



130209 - রোযাদারের উচতি সামান্য হলেও সহেরৌ খাওয়ার চেষ্টা করা

প্রশ্ন

পবিত্র রমযান মাসে সহেরৌ খাওয়ার ব্যাপারে অনেকে কথা শুন। মসজিদে যে হাদিসগুলো পড়া হয় সেখানে শুনিয়ে, সহেরৌতে বরকত রয়েছে। কিন্তু দরৌতে ডনিার করার কারণে অনেকে সময় আমাদের সহেরৌ খাওয়ার রুচি থাকে না। এই বরকতটি আমাদের ছুটে যায়। এ কারণে কি আমাদের কোন গুনাহ হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নঃসন্দহে সহেরৌ খাওয়া সুন্নত ও ইবাদত। কোনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহেরৌ খাওয়ার নঃদশে দিয়েছেন। তিনি বলেন: “তোমরা সহেরৌ খাও। কারণ সহেরৌতে বরকত রয়েছে।” তিনি আরও বলেন: “আমাদের রোযা ও আহলে কতিাবদের রোযার মধ্যে পার্থক্য হলো সহেরৌ খাওয়া।” তিনি নিজি সহেরৌ খেতেন। সুতরাং সহেরৌ খাওয়া সুন্নত; ওয়াজবি নয়। তাই যে ব্যক্তি সহেরৌ খায় না; তার গুনাহ হবে না। তবে সে সুন্নতকে ছেড়ে দলি।

সজেন্য সামান্য হলেও সহেরৌ খাওয়া উচতি। বেশি পরিমাণে খাওয়া আবশ্যকীয় নয়। শেষে রাত্রে যা আছে সেটা দিয়েই সহেরৌ খাবেন; এমনকি কয়েকটি খজুর হলেও কতিবা যে কোন খাবার সামান্য হলেও। আর যদি কিছু না থাকে কতিবা খাবারের রুচি না হয় তাহলে সামান্যটুকু দুধ পান করবেন কতিবা কয়েক ঢোক পানি পান করবেন। তবুও সহেরৌ খাওয়া বাদ দিবেন না। যহেতু সহেরৌ খাওয়ার মধ্যে বরকত রয়েছে ও প্রভুত কল্যাণ রয়েছে। সহেরৌ খাওয়া রোযাদারের জন্য দিনের বেলায় তার কাজকর্ম সম্পাদনে সহায়ক। তাই একবোরো না খাওয়ার চয়ে সামান্য হলেও সহেরৌ খাওয়া উচতি। তিনি বলেন: “তোমরা সহেরৌ খাও। কারণ সহেরৌতে বরকত রয়েছে।” এভাবেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। এই বরকত ছুটে যাওয়া উচতি নয়। বরঞ্চ একজন মুসলমিরে উচতি এই বরকত লাভে আগ্রহী হওয়া; এমনকি সামান্য কিছু খাবার দিয়ে হলেও কতিবা কয়েকটি খজুর দিয়ে হলেও কতিবা কিছু দুধ দিয়ে হলেও। এই সহেরৌ খাওয়া দিনের বেলায় তার দুনিয়াবী ও দ্বীনী কাজকর্মের জন্য সহায়ক।[সমাপ্ত]

মাননীয় শাইখ আব্দুল আযযি বনি বনি (রহঃ)

ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব (৩/১২২২)